সংবাদ

তারিখ ... 19 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১১... কলাম ...৬...

৪ সর. মাধ্য. বিদ্যালয়ে ভর্তি

বরিশালে আসনের ১০ গুণ ভর্তিচ্ছু

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

বরিশাল নগরীর ৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষায় নির্ধারিত আসনের চেয়ে ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি আবেদন করেছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। সে হিসাবে প্রতিটি আসনের বিপরীতে ৫ থেকে ১০ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সন্তান ভর্তির জন্য অভিভাবকরাও নেমেছেন প্রতিযোগিতায়। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে নগরজুড়ে চলছে কোচিং বানিজ্য। এর সাথে সম্পৃক্ত ৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাই। নগরীর ৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একযোগে আগামী ২২ ডিসেম্বর তৃতীয় শ্রেণীতে এবং ২৪ ডিসেম্বর ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে ভতিচ্ছু শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে।

চারটি সরকারি বিদ্যালয় হলো- বরিশাল জিলা স্কুল, বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, শহীদ আরজু মনি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কাউনিয়া) এবং শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (রূপাতলী) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। চারটি বিদ্যালয়ের মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠিত নগরীর কাউনিয়া ও রূপাতলীতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চলতি বছর (২০১৬) জানুয়ারিতে শুরু হয়েছে। এ বিদ্যালয় দুটিতে শুধু ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জিলা স্কুলে প্রভাতি ও দিবা শাখায় তৃতীয় শ্রেণীতে ২৪০ জন এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪৮ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। এই আসন সংখ্যার বিপরীতে ভর্তির জন্য আবেদন পড়েছে তৃতীয় শ্রেণীতে ১১৪৭টি এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৫০৩ জন। সে হিসাবে এ বিদ্যালয়ে প্রতিটি আসনে তৃতীয় শ্রেণীতে ৪ জনের অধিক এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১০ জনের অধিক শিক্ষার্থীকে প্রতিযোগিতা করতে হবে।

সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রভাতি ও দিবা শাখায় তৃতীয় শ্রেণীতে ২৪০টি আসনের বিপরীতে ১৩০৪ জন এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৪০টি আসনের বিপরীতে ৪৫২ জন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেছেন। সে হিসাবে প্রতিটি আসনে তৃতীয় শ্রেণীতে ৫ জনের অধিক এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১১ জনের অধিক শিক্ষার্থীর মধ্যে ভর্তি প্রতিযোগিতা হবে।

শহীদ আরজু মনি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (কাউনিয়া) এবং শহীদ আব্দুর রব সেরনিয়াবাত (রূপাতলী) সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৭২ জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। এ দুটি বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে যথাক্রমে ৩৭৭ ও ৫৬০ জন করে শিক্ষার্থী।

সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি কমিটির সদস্য সচিব ও জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ৪টি বিদ্যালয়ে স্বচ্ছভাবে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করার জন্য তাদের সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে। কোচিং বানিজ্যের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের মাধ্যমে কোন ধরনের অনিময় হবার সুযোগ নেই।